মে'রাজ শরীফ

মরহুম মাওলানা আবদুর রব

অধিকাংশের মতে রজব মাসের ২৭ তারিখে মে'রাজ হয়েছিল। নবুওত প্রকাশের দ্বাদশ সনে ৫১ বছর ৪ মাস ১৫ দিন বয়সে এবং হিজরতের দেড় বছর পূর্বে মে'রাজ সংঘটিত হয়েছিল। নবীজি রাত্রিতে হযরত আলীর ভগ্নি ও নিজ দুধবোন উম্মেহানির ঘরে শুয়েছিলেন। হঠাৎ ঘরের ছাদ ফেটে যায়। জিব্রাইল (আঃ) নবীজিকে ঐ ফাক দিয়ে কাবার হাতিমে নিয়ে ছিনা চাক করলেন। বোরাক-এনে হাজির করলেন- যা খচ্চর হতে ছোট, গাধা হতে বড়, শ্বেত বর্ণ, দেখতে সুন্দর, দ্রুতগামী- যতদূর নজর পড়ে একলাফে ততদূর যেতে পারে। বারকুন হতে বোরাক- অর্থ বিদ্যুৎ। বিজ্ঞান যুগের রকেট- যা দ্বারা চাঁদে যাওযা সম্ভব হয়েছে- ১৪০০ শত বৎসর পূর্বেই খোদায়ী রকেট আবিস্কৃত হয়েছিল। নবীজি বোরাকে ছাওয়ার হতে চাইলে বোরাক নড়াচড়া করতে লাগল। কারণ জিজ্ঞাসা করলে বোরাক উত্তর করল- যদি রোজ কেয়ামতে আপনি আমার পিঠে ছাওয়ার হবার ওয়াদা করেন, তাহলে আজ আপনাকে পিঠে উঠিয়ে নিব। নবীজি স্বীকার করলেন। পিঠে ছাওয়ার হলেন। জিব্রাইল লাগাম কষে ধরলেন। মিকাইল ধরলেন রেকাব। ইসরাফিল ৭০ হাজার ফিরিস্তা নিয়ে জুলুছ করলেন। বায়তুল মোকাদ্দাসে চললেন। পথে এমন এক জায়গায় গিয়ে পৌছলেন- যেখানে খুর্মার বৃক্ষ রয়েছে। জিব্রাইল বললেন, এখানে দুই রাকাত্ নামায পড়ুন। কিছুদিন পরেই আপনি এই জায়গায় আসবেন এবং কেয়ামত পর্যন্ত এখানেই শুয়ে থাকবেন। ইহার নাম এছরেব (মদীনা)। সামনে অগ্রসর হয়ে তুরে ছিনায়- যেখানে মুসা নবী আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে কালাম করেছিলেন- সেখানে উপস্থিত হলেন। সেখানে দুই রাকাত নামায আদায় করলেন। চললেন সামনে বায়তুল লাহমে- ইছা নবীর জন্মস্থানে। সেখানে দুই রাকাত নামায আদায় করলেন। স্থানগুলো জিব্রাইল (আঃ) নবীজিকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারপর আলমে বরযখে (মৃত্যু হতে

কেয়ামতের মধ্যবর্তী জগতে) গিয়ে পৌছলেন। মাওয়াহিব কেতাবে লিখিত আছে- নবীজি দেখলেন- সামনে এক বুড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে, কে যেন ডাকলেন- ইয়া মুহাম্মদ! জানতে চাইলে জিব্রাইল বললেন- আপনি সামনে চলুন। কিছুদুর গিয়ে দেখলেন- বহুলোক। তারা তাযিমের সাথে দুরুদ ছালাম পড়ছিলেন। জিব্রাইলের ইঙ্গিতে নবীজি ওয়া আলাইকুমুচ্ছালাম জওয়াব দিলেন। জিব্রাইল বললেন-বুড়ি ছিল দুনিয়া- আপনাকে ডাক দিয়েছিল। আপনি তার ডাকের উত্তর দিলে আপনার উম্মত দুনিয়াদার হয়ে শয়তানের তাবেদার হয়ে যেত। যাদের ছালামের জওয়াব দিয়েছেন- এরা ছিলেন হযরত ইব্রাহিম, মুসা, ইছা (আঃ)।

কিছুদূর গিয়ে দেখলেন- একদল লোক কৃষি কাজ করছেন। বীজ লাগার সাথে সাথে ফসল হয়। কাটামাত্র সাথে সাথে আবার জন্মে। এরা মুজাহিদ, আল্লাহর রাস্তায় জানমাল কোরবান করেছিল। সামনে দেখলেন- একদল লোকের আযাব হচ্ছে- পাথর দ্বারা মাথা ফুড়ে দেয়া হচ্ছে, এরা ফরয নামায পড়তো না। এরপর দেখলেন- পশুর মত একদল লোক চড়ছে। তাদের পেশাবের জায়গার কাছে বিষাক্ত পোকাদি জড়িয়ে রয়েছে। তারা দোযখের পাথর খাচ্ছে। এরা মালের যাকাত দিত না। আরও দেখলেন- কিছু লোক এক জায়গায় বসে রয়েছে। তাদের নিকট দুই ডেক্সি ভরা গোস্ত রয়েছে, এক ডেক্সি রান্না করা ভাল গোস্ত, আর এক ডেক্সি কাঁচা-পঁচা গোস্ত। তারা ভাল গোস্ত রেখে কাঁচা গোস্ত খাচ্ছে। এরা আপন বিবি ঘরে রেখে বেগানার সাথে জেনা করতো। তারপর দেখলেন- এক ব্যক্তি অনেক লাকড়ির ভারী এক বোঝা বেঁধেছে- উঠাতে পারছে না, তার সাথে আরও লাকড়ি এনে বোঝা ভারী করছে। এই ব্যক্তি লোকের মাল আমানত রেখে আদায় করতনা। একটু দূরে দেখলেন- লোহার কাঁচি দিয়ে লোকের ঠোঁট ও জিহবা কাটা মাত্র সাথে সাথে আবার প্রস্তুত হয়ে যাচ্ছে। আবার কাটা হচ্ছে। এরা বক্তা-নিজের স্বার্থ সাধনের জন্য ওয়াজ করে মানুষকে বিভ্রান্ত করত। এরপর নবীজি শীতল নির্মল বাতাস অনুভব

করলেন, যা জান্নাতের খোশবু বহন করে এনেছে। জান্নাত আল্লাহ তায়ালার নিকট আরাধনা করতেছে, হে খোদা আমার নেয়ামত বেড়ে গিয়েছে, আমার অতিথিগণকে পাঠিয়ে দিন। আল্লাহ তায়ালা জওয়াব দিলেন, আমার ও আমার নবীর উপর ইমান এনে যারা নেক কাজ করবে তারা তোমার অতিথি। সামান্য অপেক্ষা কর, তারা এসে পৌঁছতেছে। হে জান্নাত তুমি তোমার যত নেয়ামত সোনা, রূপা, মনি, মুক্তা, জাওয়াহের, বালাখানা, রেশমী পোষাক, ছোরাহি, তস্তরীবাটী, পেয়ালা, গ্লাস, সোয়ারী, সহদ, দুধ খাবার ছামান, হুর, পরী, ফুল, গালিছা, বিছানা, সব তৈয়ার রাখ। নবীজি হুরগণের মিষ্টি সুরে মধুর স্বরের গান শুনতে পেলেন, তারা গেয়েছিল-

نَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلَا نَمُوْتُ اَبَدًا – وَنَحْنُ الْمُقِيْمَاتُ فَلَا نَظْعَنُ اَبَدًا –
وَنَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلَا نَبْأَسُ اَبَدًا – وَنَحْنُ الرَّاضِيَاتُ فَلَا نَسْخَطُ اَبَدًا فَطُوْبٰى لِمَنْ كُنَّا لَهٗ وَكَانَ لَنَا –

"আমরা চিরদিন বেঁচে থাকব, কোন দিন মরব না। চিরদিন তোমার কাছে থাকব, কোথাও যাব না। আমরা চিরকুমারী কোন দিন বৃদ্ধা হব না। আমরা চিরখুশী কোন দিন নারাজ হব না; আমরা যাদের জন্য যারা আমাদের জন্য তাদের জন্য খোশ খবরী।"

এর পর খোদার হাবীব এক মাঠে গেলেন- যেখানে এক ভয়ংকর শব্দ শুনলেন। তাতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ অনুভব করলেন, ইহা দোজখ। খোদার নিকট ফরিয়াদ করছে হে খোদা! আমার শাস্তির ছামান বেড়ে গিয়েছে। পুজ, লহু, সাপ, বিচ্ছু, হাতুরী, জিঞ্জির, জক্কুম, গরম পানি, আজাব, গজব, অগ্নি, আর থামতে পারছেনা। তোমার ওয়াদামত আমার মেহমানদেরকে পাঠিয়ে দাও। আল্লাহ তায়ালা বললেন, যেসব নরনারী কাফের, কাফেরা, কেয়ামত বিশ্বাস করে না, আমার ও আমার রসুলকে মানেনি, কোরআনের আইন অমান্য করেছে- তারাই তোমার অতিথি হবে। এরপর হাবিবে খোদা কিছু দূরে গিয়ে শুনলেন- ডানে এক

শব্দ, বামে এক শব্দ-ইয়া মুহাম্মদ। জিব্রাইল নিষেধ করলেন। তিনি জাওয়াব দিলেন না। এরা ছিল ইয়াহুদী ও নাসারা। দুনিয়ারূপী বুড়ী দুই হাত বাড়িয়ে নবীজিকে ডাকলেন, তিনি তার উত্তর দেননি। কিছুদূর গিয়ে দেখলেন, পাহাড়ের মত ভারী পেট কতেক লোক, তারা পেটের ভারে দাঁড়াতে পারছেনা, এরা সুদখোর। এরপর উটের মত চেহারা বিশিষ্ট কিছু লোক আগুন খাচ্ছে দেখলেন, এরা এতিমের মাল খেত। এর পর স্তনে রশি লাগিয়ে কতেক নারীকে টেনে নিয়ে যেতে দেখলেন- এরা জেনা করত। এর পর দেখলেন- কিছু লোক আপন গায়ের গোস্ত কেটে খাচ্ছে, এরা চোগলখোর। এরপর দেখলেন- আঙ্গুলে তামার নখ বিশিষ্ট কিছু লোক। আপন নখ দিয়ে আপন মুখের গোস্ত ছিড়ে ফেলেছে। এরা পর নিন্দা করতো। এরপর আম্বিয়াগণকে দেখলেন- কেউ বড় বড় মজলিশ করে বাগানে বসে আছেন। আবার কেহ ছোট জামাত নিয়ে, কেউ একা।

এভাবে হাবিবে খোদা আলমে বরজখ সায়ের করতে করতে জিব্রাইলসহ বায়তুল মোকাদ্দাসে গিয়ে পৌছলেন। নবীজি মসজিদে আকছার পাথরের সঙ্গে বোরাক বাঁধলেন। তথায় হুরগণের সাক্ষাৎ পেলেন। মসজিদে ঢুকে দুই রাকাত নামায পড়লেন। সমস্ত আম্বিয়া (আঃ) নবীজির অভ্যর্থনার জন্য দুনিয়ার ছুরত ধরে তথায় উপস্থিত হলেন। মহোৎসবে পরস্পর সাক্ষাৎ হল। নবীজি ইমাম হয়ে সমস্ত আম্বিয়াগণকে মুকতাদি বানিয়ে নামায পড়লেন। অতঃপর দোযখের দারোগার সাথে সাক্ষাৎ করে মসজিদ হতে বের হলেন। বোরাকে উঠলেন, প্রথম আকাশের কাছে পৌছলেন। দারোয়ান আকাশের দরজা খুলে দিল, উভয়েই ভিতরে গিয়ে পৌছলেন। প্রথম আকাশে গিয়ে দেখলেন, হযরত আদম (আঃ) বসে রয়েছেন। জিব্রাইল পরিচয় করিয়ে দিলেন, ইনি আপনার পিতা আদম (আঃ), একে তাজিমের সহিত সালাম করুন। নবীজি সালাম করলেন। সালামের জাওয়াব দিয়ে আদম (আঃ) নেক পুত্র- নেক নবী বলে দোয়া করলেন। নবীজি দেখলেন- আদম নবীর ডান দিকে গোরা গোরা সব মানুষ বসে রয়েছে। আর বাম দিকে কাল কাল মানুষ। আদম নবী ডানে দৃষ্টি করে খুশী হন, বামে দৃষ্টি করে বেজার হন। জিব্রাইল বললেন, ডানে বেহেস্তী আওলাদ

বামে দুজখী। বেহেস্তী আওলাদ দেখে তিনি খুশী হয়ে যান, আর দুযখী আওলাদ দেখে চিন্তিত হন।

সেখান হতে দ্বিতীয় আকাশে গিয়ে পৌছলেন। হযরত জাকারিয়া, হযরত ইয়াহিয়া ও হযরত ঈছা (আঃ) এর সহিত সাক্ষাৎ হল, সালাম জওয়াব হল। নেক ভাই নেক নবী বলে দোয়া করলেন। তৃতীয় আকাশে পৌছলেন। হযরত ইউছুফ (আঃ) এর সহিত সাক্ষাৎ হল, সালাম জওয়াব দোয়া বিনিময় হল। চতুর্থ আকাশে গিয়ে পৌছলেন। হযরত ইদ্রিছ নবীর(আঃ) সাক্ষাৎ পেলেন। নবীজি সালাম করলেন জাওয়াব পেলেন। পঞ্চম আকাশে পৌছে হযরত হারুন নবীর সাক্ষাৎ পেলেন। সালাম জবাবের পর ৬ষ্ঠ আকাশে পৌছে হযরত মুছা (আঃ) এর সাক্ষাৎ পেলেন। নবীজি সালাম করলেন- মুছা (আঃ) জাওয়াব দিয়ে দোয়া করলেন। নেক ভাই-নেক নবী বলে মারহাবা দিলেন। মুছা নবী বহু কাঁদলেন যে, আমার পরে এই যুবক পয়গাম্বর। আমার উম্মত হতে তাঁর উম্মত অনেক অনেক বেশী বেহেস্তে যাবে। তিনি আক্ষেপ করে কেঁদে ছিলেন- হিংসা করে নয়। সেখান হতে গমন করে নবীজি সপ্তম আকাশে গিয়ে পৌছলেন। দেখলেন- হযরত ইব্রাহীম খলীল বায়তুল মা'মুরের সহিত ঠেস লাগিয়ে বসে আছেন। কাবাঘর বরাবর বায়তুল মা'মুর ফেরেস্তাগণের মসজিদ, প্রতিদিন ৭০,০০০ ফেরেস্তা সে ঘরের তোয়াফ করেন। একবার তোয়াফ করে তারা কেয়ামত পর্যন্ত আর আসেনা। ইব্রাহিম খলিলকে নবীজি খুব তাজিমের সহিত সালাম করলেন। সালামের উত্তর দিয়ে নেক পুত্র নেক নবী বলে দোয়া করলেন। (মেশকাত) বোখারী শরীফে লিখিত আছে- নবীজি বায়তুল মা'মুর হতে ছেদ্রাতুল মুনতাহায় উঠলেন। যাকে বরইগাছ বলা হয়। সেই গাছের বরই মটকার মত বড়, হাতির কানের মত পাতা। ফেরেস্তাগণ সোনার পতঙ্গের মত সে গাছকে ঘেরাও করে রয়েছে। নবীজি দেখতে পেলেন- সে গাছের নিকট দিয়ে চারটি নহর প্রবাহিত হচ্ছে- দুটি জাহের দুটি বাতেন। বাতেনী দুইটি বেহেস্তে চলে গিয়েছে- জাহেরী নহর দুটি দুনিয়ার ফোরাত ও নীল দরিয়ায় মিলেছে। আরও একটি নহর দেখলেন- যার পানি দুধের মত সাদা। ইয়াকুত জমরুদের মুক্তার লক্ষ লক্ষ গ্লাস নহরের পাশে পড়ে রয়েছে। ইহাই নবীজির হাউজে

কাউসার। নবীজি এক গ্লাস খেলেন। শহদ হতে মিঠা, মেশক হতে খোশবুদার। অতঃপর বেহেস্তে গিয়ে তার সৌন্দর্য দেখলেন। মুক্তার দালান-কোঠা, মেস্কের জমিন। বড় বড় অট্টালিকা, রঙ্গিন মহল ফল-ফুল হুরপরী গেলমান সড়ক গলি উদ্যান সরোবরে শোভমান। দেখে প্রাণ জুড়িয়ে যায়। তারপর দোযখ দেখতে গেলেন- আগুনের বহ্নি জ্বলতেছে। আজাব গজব দেখে নবীজি আল্লাহর নিকট পানাহ চাইলেন। ছেদ্রাতুল মুনতাহা পার হয়ে নবীজি উপরে উঠতে চাইলে জিব্রাইল ফেরেস্তা সামনে বাড়তে আপত্তি জানালেন। নবীজি কারণ জানতে চাইলে জিব্রাইল বলল, এই পর্যন্ত আমরা ফেরেস্তাগণের সীমানা, এক পশম পরিমাণও এর উপর আর যাবার ক্ষমতা আমাদের নেই। পশম পরিমাণ সামনে বাড়লে নূরের তাজাল্লীতে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাব। ইহা শুনে নবীজি বোরাক ছেড়ে দিলেন। নূরের এক সোয়ারী এসে পৌঁছল- যার নাম রফ রফ। তার উপর উঠে বসলেন। সমতল এক মাঠে গিয়ে পৌঁছলেন, সেখানে তকদীরের কলমের লিখার শব্দ তিনি শুনতে পেলেন। আরও উপরে উঠলেন। সম্পূর্ণ বিপরীত রং এর ৭০,০০০ নূরের পর্দা পার হলেন। এক পর্দা হতে আর এক পর্দার দূরত্ব পাঁচশত বৎসরের পথ। একেবারে নির্জ্জনে গিয়ে পৌঁছলেন। কেবল নিঃশব্দময় নিঃসম্পর্ক একদম গোপন। তথায় আশেক মাশুক সাক্ষাৎ হল। হাবিবে খোদা আল্লাহ তায়ালার জালালে ভীত হলে ঠিক এমনি সময় আবু বকরের সুরে মিষ্ট স্বরে কে যেন বলছিলেন- দাঁড়াও হে মোহাম্মদ দাঁড়াও, আল্লাহ তায়ালা আর তাঁর ফেরেস্তাগণ তোমাদের প্রতি বিশেষ রহমত নাজেল করছেন-

هُوَ الَّذِىْ يُصَلِّىْ عَلَيْكُمْ وَمَلٰٓئِكَتُه

আবু বকরের শব্দ শুনে মন শান্ত হল। আবার শব্দ শুনলেন, হে প্রিয়তম- আস আরও নিকটে আস। বহু নিকটবর্তী হও। নবীজি এত কাছে গেলেন- দুজনের মাঝখানে কোন আবরণ রইলনা। ফলতঃ এত কাছে গেলেন- যেন দুইটি তীর ঠিক মিলে গিয়েছে। আরও অধিক কাছে গেলেন, দুটি তীরের মাঝে মাত্র এক ফলা রশির প্রভেদ রহিল, নচেৎ দুটি মিলে এক শশী হয়ে যেত।

ثُمَّ دَنٰى فَتَدَلّٰى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى

(القرآن)

অর্থাৎ হাবিবে খোদা খোদার এত কাছে পৌছলেন যেন দুইটি তীর মিলে গিয়েছে। মূলতঃ আরও অধিক কাছে গেলেন। নবীজি বলেন- আল্লাহ তায়ালা আমাকে কাছে ডেকে আপন কুদরতি হাত আমার পিঠে রাখলেন, তাতে আমার প্রাণ শীতল হয়ে গেল। নবীজি আল্লাহ তায়ালার দরবারে পৌছে অতি আদবের সাথে শির নোয়াইয়ে এই কলেমা পড়ে ছেজদা করলেন-

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰاتُ وَالطَّيِّبَاتُ

আমার জবানী, বদনী, মালী- সমস্ত এবাদত আল্লাহ তায়ালার জন্য লায়েক। আল্লাহ তায়ালা উত্তর করলেন-

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ

-হে পয়গাম্বর, আপনার প্রতি সালাম, রহমত, আর বরকত। নবীজি আল্লাহ তায়ালার সালাম কবুল করে আপন উম্মতকেও খোদার সালামে শামেল করিয়ে নিয়ে আবার বললেন-

اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ

-আমি ও আমার গুনাহগার উম্মত, আর খোদার যত নেককার বান্দা আছেন সবারই উপর রহমত ও সালাম কবুল করিয়ে নিলাম। নবীজির দেওয়া, আল্লাহ তায়ালার পাওয়া, আবার আল্লাহর দেওয়া, নবীজি ও উম্মতগণের পাওয়া শুনে ফেরেস্তাগণ বলে উঠল-

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ-

-আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া বন্দেগীর লায়েক আর কেহই নেই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বান্দা ও যোগ্য পয়গাম্বর। এ চার খন্ড দোয়া একত্র হয়ে তাশাহুদ হয়েছে- যা নামাজে পড়তে হয়। মে'রাজের রাত্রে রসুলুল্লাহ আল্লাহ তায়ালার সাক্ষাৎ পেয়েছেন। খেলাত ও এনাম বহু পেয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা পেয়ার করে নবীজিকে বললেন, শুন ওহে মুহাম্মদ, আমার হাবিব, তোমার যেকোন উম্মত আমার সাথে কাকেও শরীক না বানায় নিশ্চয়ই আমি তাকে

উদ্ধার করব। এক নেকের বদলে দশ নেকী দিব। মুসলীম শরীফের হাদীস রসুলুল্লাহ আরজ করলেন-
হে খোদা, আপনি আগেকার উম্মতগণকে গুনাহের কারণে নানা মতে আযাব করেছেন। কাকেও শুকর করে দিয়েছেন, কাউকেও বানর। পাথর মেরে, জলে ডুবিয়ে, মাটিতে তলিয়ে অনেককে হালাক করে দিয়েছেন। আমার গুনাহগার উম্মতকে কি করবেন?
আল্লাহ তায়ালা বললেন- আমি তোমার গুনাহগার উম্মতকে মাফ করে দিব। তাদের বদী- নেকীতে বদলিয়ে দিব। আমাকে ডাকলে উত্তর দিব। যে আমার উপর নির্ভর করবে, তার সমস্ত কাজ আমি সম্পাদন করে দিব। জগতে তাদের গুনাহ গোপন রাখব। আখেরে আপনাকে তাদের সুপারিশকারী বানাব। রসুলুল্লাহ আরজ করলেন, খোদা, আমার পূর্বের যত পয়গাম্বর গিয়েছেন, তুমি তাদেরকে বহু নেয়ামত দিয়েছ। ইব্রাহীমকে খলিল, মুসাকে কলিম, ইছাকে মসীহ খেতাব দান করেছ। দাউদ নবীর জন্য লৌহ নরম করেছ। সোলেমানকে রাজত্ব দিয়েছ। আমাকে কি কি দিবে? আল্লাহ তায়ালা বললেন, তোমাকে অনেক কিছু দিয়েছি। তোমাকে আপন হাবিব বানিয়েছি। সমস্ত প্রাণীর নবী বানিয়েছি। আমার নামের সাথে তোমার নাম মিশিয়েছি। তোমাকে সকলের আগে বানিয়েছি। তুমি খাতামুন নবীয়ীন। সবার সর্দার। কেয়ামত পর্যন্ত তোমার তরীকা থাকবে। নামায, রোযা, জেহাদ, ছদকা, হিযরত, কাওসার, কোরান, তোমার জন্য খাছ রয়েছে। পূর্ণ ধর্ম ইসলাম তুমি পেয়েছ। হাশরে তোমার উম্মত সবার আগে খালাছ পেয়ে বেহেস্তে চলে যাবে। রসুলুল্লাহ বললেন- দাও খোদা, কিছু তোহফা লও। আল্লাহ বললেন- তারা যতদিন দুনিয়াতে বেঁচে থাকবে, যতদিন কবরে থাকবে, মউতের কালে, হাশরের দিনে সকল সময় সব জায়গায় আমিই তাদের সাহায্যকারী। আমিই প্রভূ, আমিই গাফ্‌ফার। নবীজি খুশী হলেন। আল্লাহ তায়ালার হুকুম পেয়ে রফরফে ছাওয়ার হয়ে আরশ কুরছি, লওহ, কলম আকাশ খাছ খাছ মোকামাদি ভ্রমণ করে দেখলেন, আরশ দেখে খুব তাজ্জব হলেন। আরশ এত বড় যে— আকাশ জমিন তার শতাংশের একাংশও নয়, শত কোটি রবি শশী হতেও বেশী নূরানী চমক উজ্জলিত। চার ফেরেস্তা তা কাঁধে নিয়ে দাঁড়িয়ে

রয়েছে। কেয়ামতের দিন তা আট ফেরেস্তা উঠাবে। আরশ হতে নবীজির মুখে একটি ফোটা পড়ল। নবীজি বলেন, অপর কোন নেয়ামত এত মজা, এত সাধ রাখেনা। এই ফোটা পড়ামাত্র আমার দিল এলেমের বাগান হয়ে গেল। মন তুষ্ট হয়ে গেল। দুই চক্ষু হতে আবরণ উঠে গেল। দেহের চক্ষু ফুটল। প্রাণ জুড়িয়ে গেল। সামনে এবং পিছনে একই সমান দেখতে পেলাম। তারপর সব উর্ধ্বজগত মোকাম ছায়ের করে সালাম করে খুব আদবের সহিত নীচে নামতে চাইলাম। আল্লাহ তায়ালা বললেন, ইয়ার শুন! প্রতিদিন তোমার উম্মতের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করলাম। নবীজি সম্মত হলেন। রখছোত নিয়ে বিদায় হলেন। আসার সময় পথে ষষ্ঠ আকাশে হযরত মুসা (আঃ) এর সাথে দেখা হল। মুসা নবী জিজ্ঞাসা করলেন, বলুন পয়গাম্বর- আপনার উপর কি হুকুম হয়েছে? নবীজি বললেন, দিবা রাত্র পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। মুসা নবী বললেন, তোমার উম্মতের দ্বারা চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে কাজ কর্ম করে পঞ্চাশ বার নামায পড়া সম্ভব হবে না। আমার উম্মত মাত্র দুই ওয়াক্ত নামায, তাও ঠিক মত পড়তে পারে নি। আপনি খোদার কাছে গিয়ে আরজ করুন, যেন ফরয নামায কমিয়ে দেন। নবীজি ফিরে গেলেন, পাঁচ ওয়াক্ত কমিয়ে আনলেন, মুসা নবীর নিকট আসলে তিনি আবার পাঠালেন, আরও পাঁচ ওয়াক্ত কম হল। এভাবে কমতে কমতে মাত্র পাঁচ ওয়াক্ত রইল। মুসা নবী পরামর্শ দিলেন- আবার যান, নবীজি বললেন, আমার সাহস হয়না, লজ্জা লাগছে। পাঁচ ওয়াক্ততেই আমি সম্মত হলাম। আল্লাহ তায়ালা বললেন- আমার হুকুম রদ হয় না, প্রত্যেক নামাযে দশ নেকীর হিসাবে পাঁচ ওয়াক্তে পঞ্চাশ ওয়াক্তের নেকী দিব। রোজাও ছয়মাস ফরজ ছিল। তাও এক মাসে পরিণত হল। হাবিবে খোদা ছফরের কাজ শেষ করে নিদ্রাস্থানে এসে পৌছলেন। মে'রাজের এই সত্য ঘটনা বাইরে প্রকাশ করলেন। কাফেরগণ শুনে তাজ্জব হল। মুসলমানগণ নীরব রইলেন। বেদীনের দল কৌতুক করতে লাগল, কেউ বলে- মুহাম্মদ পাগল হয়ে গিয়েছে। বায়তুল মোকাদ্দাস চল্লিশ রাত্রির পথ এক রাত্রে গিয়ে আবার ফিরে এসেছে। এক দল কাফের নবীজির নিকট গিয়ে বলল, মুহাম্মদ! যদি সত্যি সত্যি গিয়ে থাক, প্রমাণ দেখাও। বিশ্বাস করতে পারি কিনা

দেখব। নবীজি বললেন, আমি শ্যামদেশে দেশে যেতে একটি কাফেলা দেখেছি। তাদের একটি উট পালিয়ে গিয়েছে, আমি তা দেখিয়ে দিয়েছি। ফিরে আসার সময় অন্য এক কাফেলা এক মাঠে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখেছি। আমার পানির পিপাসা হয়েছিল, তাদের এক ভান্ড পানি পান করেছি। তারা মক্কার পানে আসছে। এখন তানয়ীম মাঠে এসে পৌছেছে। খাকী বর্ণ এক উট কাফেলার আগে আগে ধরিয়ে চলেছে। তার পিঠে দুটি চাটাই রয়েছে। একটি কালো, অপরটি সাদা ডুরিদার। সে কাফেলা অদ্যই এই বেলা এসে পৌছবে। দ্বিতীয় কাফেলা বুধবার দিন এসে পৌছবে। ঠিক ঠিক সব ঘটনা সত্যই হল। কিন্তু কাফেরগণ কানাকানি করতে লাগল- অথচ মে'রাজ বিশ্বাস করতে পারলনা।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, মেরাজের ঘটনা শুনে কম ঈমানদাররা ঈমান হারাল। কাফেরগণ আমার বাবার নিকট হাসি ঠাট্টা করে নবীজির মে'রাজের ঘটনা মিথ্যা বলে দাবী করল। কিন্তু আবু বকর (রাঃ) বললেন, তিনি যদি বলে থাকেন, তবে আমি মনে প্রাণে তা বিশ্বাস করি। আরও অসম্ভব কিছু বললেও আমি বিশ্বাস করতাম। তাই আবু বকরের নাম সিদ্দিক হয়েছে। কিন্তু হেদায়েত ও ঈমান যার নছিবে নেই- সে ঈমান আনতে পারবে না। কাফের দল নবীজিকে গালাগালি করতে লাগল। সাথে সাথে আবু বকরকেও ছাড়লনা। একদল কাফের গিয়ে নবীজিকে প্রশ্ন করল- বল, মুহাম্মদ! মসজিদে আকছার কয়টি দ্বার, কয়টি কড়া, ছাদের কেমন রং, দেয়াল কেমন, খাম খুটি কয়টি। নবীজি, চিন্তিত হলেন, কারণ তিনি তা গণে দেখেননি। প্রয়োজনও ছিল না। তিনি দরকারী কাজে গিয়েছেন। খাম খুটি গণার কথা নয়। যে অলসের কাজ কর্ম নেই- সে বসে বসে আকাশের তারকা গুনে। কিন্তু আল্লাহর নবী কোন দিন কাফেরদের নিকট কোন বিষয় হারেননি। তাই আল্লাহ তায়ালা নবীজির সম্মুখে বায়তুল মুকাদ্দাস হাজির করিয়ে দিলেন। তিনি দেখে দেখে সকলের সম্মুখে ঠিক ঠিক দ্বার, খুটি, তাক, নক্সা, নমুনা সব একে একে বলে দিলেন। কিন্তু ঈমান কাহারও নছিব হল না। বরং নবীজিকে বলতে লাগল- আকাশের মুছাফের, যাদুকর।